

আম্যানুজাহ আহমেদ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାରପୁରାଣ

রাজধানীর উত্তরায় প্রবাসী স্বামীর
হাতে খুন হয় গৃহস্থ মিলন। পরকিয়ায়
হত্যে-পা বেঁধে বাঁচি দিয়ে নির্মমভাবে
ক্লান্ত হয়ে খুন করেছে। ঘাতক স্বামী
তুণ খুনই করেছিল, যে এ কথা আবার
প্রকাশ্যে স্বাক্ষর করেছে। রাজধানীর
এ ঘটনার পাশাপাশি সাতকঁঠারায় স্বামী
দুলালের নিষ্ঠুর এসিডিড খুড়ুয়ে ছী
পড়িয়ে স্বামী। পণি এখন হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন। স্বামীর হাতে ছী
নিচিলেনের ঘটনা কোনো সীমাবদ্ধ
পাতি নেই। নর পরিকারই এসব
ঘটনা ঘটি চলেছে। ফেরা বাওয়া
মানুষ থেকে বন্ধ করেছে উন্মত্ত
অভিজাত শ্রেণীতে এ ঘটেছে এমন
ঘটনা। নারী নলীতা বরাহেন।
এমনিটাই দেও-নারী নির্মাতনের
স্বাভা ভয়াবহ। তারা পুণিবারে নথ
উল্লস করে নালন সারা দেশ।
প্রতিদিন ৩৭ জন নারী নিং নির্মাতন
এ ১০ জন করে ধর্ষিত হয়ে।

বুঝা বা কাজের লোক আমাদের মতোই মানুষ, তারা উপার্জন করে আরো দশজন মানুষের মতো। নিজের চলার পর সংসারের হাল ধরার জন্য তাদের অবদান রয়েছে অনেক। অন্যথা উপার্জনশীল মানুষের মতো বুঝা বা কাজের মেয়েরাও উপার্জন করে, সংসার চালায় নিজের মতো করে। সমাজের বিভিন্নমুখী পেশাজীবীদের মতো বুঝারও কর্মজীবী। তাদেরও আছে সুখ-দুঃখ, আছে আশা ও ভবিষ্যৎ। আমরা সমাজে যারা বসবাস করি তাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে নিজেদের বা নিজেদের কর্মজীবী হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেনা বোধ করি। তাদের বুঝারও মানুষ এবং কর্মজীবী। তারাও উপার্জন করে। সুতরাং তাদের খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ আমাদের নেই। অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন বাসা বাড়িতে কাজ করার সময় নিরীহনে করা হয় তাদের ওপর। শারীরিক বা পাশাবিক নিখাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে রেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। বুঝা বা কাজের লোক সব সময় যে ভাতা কাজ করে এমন নয়, অনেক সময় তারা বিনা কাজে ১-২ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকে। এতে সেই বানান বা মেসার লোকদের খাবার তৈরিতে দুর্ভাগ্যের স্বেচ্ছা থাকে না। আর এমনটি ঘটনা যখন দুই, তিন ঘণ্টা থাকে ভয়শূন্য। বুঝা বা কাজের লোক মানুষ। তারা এই সমাজেরই একটি অংশ। আমাদের সচেতনতা তাদের চরার পথকে করতে পারে মূল্য। তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে কর্মজীবী হিসেবে। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে পারি আমরা। আমাদের দৈনিক জালাত থেকে, সংসারজটিলী হতে নির্ধি একজন অমানবের পক্ষি, মানুষের হস্তের আর একজন মানুষের পক্ষি।

কোনো উল্লুপ্তি হয়নি। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার
অপসারিত হয়েছে এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে
পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটবে। কিন্তু রাজনৈতিক
স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারের
ধারণায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনেনি। বরং
বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও দেশীয়
সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিয়ন্ত্রণ হান
ক্রমাগত দৃঢ় করার প্রয়াসী হয়। এ এ
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পুরোপুরি প্রয়োজ্য।
সরকার যুগ্ম শক্তিকল্পিতভাবে বৈদেশিক শিক-
করণের চেষ্টা করে তে পারবে। তৎকালীন শিক-
সমাজের একটি বড়ো অংশ রাজনৈতিক
সরকার সম্পর্কে দৃষ্টি করে তে পারবে। তৎকালীন শিক-
সমাজের একটি বড়ো অংশ রাজনৈতিক
সরকার সম্পর্কে দৃষ্টি করে তে পারবে। তৎকালীন শিক-